মানবাধিকার চেতনা

(পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের মুখপত্র)

ষষ্ঠ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা | জুলাই, ২০০২

মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ক আলোচনা চক্র

গত ১৮ই মে শনিবার হাওড়ায় জেলাশাসকের বাংলোতে মানবাধিকার ও সুশাসন শীর্ষক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন্ বিচারপতি শ্রী মুকুল গোপাল মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন হাওড়ার পুলিশ সুপার ডঃ রাজেশ কুমার, ডঃ জয়তিলক গুহ রায় ও হাওড়ার জেলাশাসক শ্রী বিবেক কুমার প্রমুখ। কমিশনের চেয়ারপারসন্ শ্রী মুকুল গোপাল মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির ভাষণে কমিশনের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে সারা বিশ্ব জুড়ে মানবাধিকারের অস্তিত্ব রক্ষায় যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে তা মানবাধিকারকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। বিচারপতি মুখোপাধ্যায় আরও বলেন যে এ ধরণের আলোচনা চক্রের মাধ্যমে আরোও বেশী করে রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কাছে মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। তিনি আইনের শাসন, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা, পুলিশের সঠিক আইন প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, অন্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অনুষ্ঠানে জেলার পদস্থ পুলিশ অফিসারগণ ও জেলা প্রশাসন ও বিচার বিভাগের পদস্থ আধিকারিকগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরবঙ্গে মানবাধিকার বিষয়ক কর্মশালা

গত ১২ই জুন, ২০০২ শিলিগুড়ির সন্নিকটে সুকনায় বন আধিকারিকদের মানবাধিকার এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংবেদনশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে উত্তরবঙ্গের বন বিভাগের উদ্যোগে এক দিবস ব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মুখ্য বনপাল আই. এফ. এস. শ্রী জি. বি. থাপালিয়ালের নেতৃত্বে

(তৃতীয় পাতার ৩য় কলমে)

কর্মস্থানে যৌন উৎপীড়ন বা হয়রানি কি মানবাধিকার লংঘন?

অধ্যাপক অমিত সেন, সদস্য
পঃ বঃ মানবাধিকার কমিশন

মানুষ হিসেবে জন্ম হলে কতকগুলো স্বাভাবিক অধিকারকে জন্মগত অধিকার রূপে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই অধিকার সমূহকে কোন ভাবেই মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না বলিয়া উহাদেরকে মানবাধিকার বলা হয়।

পৃথিবীর জন্ম লগ্ন থেকেই মানবজাতি এই অধিকারসমূহ ভোগ করে আসছে। তবে তখন অধিকার-ভোগ নির্ভর করতো সমাজ ব্যবস্থার উপর। পিতৃ তান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ। ঠিক উল্টো অবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজে। এই ভাবেই চলছিল বিভিন্ন দেশের সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর উহার সাধারণ সভার অধিবেশনে ঘোষণা করেছিল "মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র"। এই ঘোষণাপত্রে মানবাধিকারসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বা লক্ষ্যনীয় বিষয় যে ঐ ঘোষণাপত্র মহিলাদের অবস্থান সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ নীরব।

একথা অনস্বীকার্য্য যে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। এই সমাজের বিকাশ বা অগ্রগতি তখনই সম্ভবপর যখন মহিলা ও পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকবে না। মহিলাদেরকে সমান অধিকার, সম্মান ও মর্য্যাদা দিয়ে তাঁদেরকে সাথে নিয়ে চলতে হবে। মহিলাদের শুধু ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার করলে, সেই সমাজের গতি হয়ে যাবে স্তব্ধ। আজ তাই পিতৃ বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ঘটাতে হবে ছোটখাটো একটি বিপ্লব—আনতে হবে মানসিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন। মহিলাকে দিতে হবে তাঁর যথাযোগ্য আসন। তাঁকে দিতে হবে বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনতা, সমতা ও মর্য্যাদা।

প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে ভারতের সংবিধানের কথা। ওই সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদে সকল ব্যক্তিকে বিধিসমক্ষে সমতা বা বিধিসমূহ দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ১৫(১) এ বলা হয়েছে যে কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের হেতুতে অথবা তন্মধ্যে কোন একটিরও হেতুতে রাজ্য কোন নাগরিকের প্রতিকূলে বিভেদ করিবেন না। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে সংবিধানে এই বিধানাবলী থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা শোষিত, অত্যাচারিত ও নির্যাতিত। অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, ধর্ষন, অনভিপ্রেত আচরণ ইত্যাদি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষে প্রতি ২৬ মিনিটে একজন মহিলা উৎপীড়িত হচ্ছেন। প্রতি ৫৪ মিঃ একজন মহিলা হচ্ছেন ধর্ষিতা। প্রতি ৪৩ মিঃ একজন মহিলা স্বামীগৃহ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন ও প্রতি ৯০ মিঃ একজন মহিলাকে যৌতুকী দাবী পূর্ণ না করতে পারায় অবশেষে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে বা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

ঐ সমীক্ষায় এও দেখানো হয়েছে যে অপরাধ প্রবনতার ঘটনা মহিলাদের ক্ষেত্রে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যেমন ১৯৯৭এ ছিল ৬.৩ শতাংশ, ১৯৯৯এ ৬.৭ শতাংশ এবং ২০০০ সালে এই সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছিল ৭.৮ শতাংশে।

এই অপরাধের ঘটনাকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কমিয়ে আনার জন্য—মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তা দেবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রনয়ন করে এই অপরাধ সমূহকে শাস্তিমূলক অপরাধ বলে গণ্য করে—অপরাধীকে চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা না হলে—মহিলারা ঘরে বাইরে বা কর্মক্ষেত্রে কোথাও মর্য্যাদাসহকারে বসবাস বা কাজকর্ম করতে পারবেন না।

এখন প্রশ্ন হলো আমাদের দেশে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য কি পর্য্যাপ্ত সংখ্যক আইন আছে? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার যথোচিত প্রয়োগ হচ্ছে কি? বা উহার রূপায়নে কোন অসুবিধা আছে কি? একথা বলা নিস্প্রয়োজন যে আমাদের দেশে মহিলা সংক্রান্ত আইন অপ্রতুল নয়—তবে সকল আইনের অবতারনা করা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব

(চতুর্থ পাতার ১ম কলমে)